১১ তাকে হত্যা কর!

যাহারা তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, শাপ দিও না। যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর, যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও। আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান হইও না। মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না; সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই কর। যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে,মানুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।

রোমীয় ১২:১৪-১৮ পদ

“আমার মনে পড়ে যখন আমি উইগণের পক্ষে খেলার জন্য প্রথম ইংল্যান্ডে এলাম। আমি প্রায় সময় মার খেতাম। আমার স্ত্রী এইটা পরীক্ষা করতে পারবে যে আমি প্রতি সপ্তাহে কালো চোখ, কাঁটা মুখমন্ডল এবং থেঁতলানো শরীর উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হতো এমনসব নিয়ে বাড়ী আসতাম।

“আমি ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতাম, আমি কি করব, আমি কি প্রতিশোধ নিব?” কিন্তু সে বলল, “না, না, না”, শুধু স্থির হয়ে প্রকাশ কর এবং আমি সবকিছু পরিচালনা দিব। তারাই আমার কাছে আসতে বাধ্য হল যারা আমাকে মারতো যখন আমি প্রথম এলাম তারাই এবং আমার সাথে করমর্দন করলো। তারা এখন আমাকে খেলার জন্য ধন্যবাদ দেয় এবং বলে “ভাল খেলেছ”। ভায়েগা তুইগামালা।

দুইটি জিনিস আমাদের সন্দেহে ফেলে, যখন খেলাধুলার মাঠে ঈশ্বরিক ব্যবহার সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করি। যখন আমাদের প্রতিপক্ষকে ভালবাসার বিষয়টা আসে যায়– আমাদের ভালবাসা সম্পর্কে জ্ঞান এবং প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে আমাদের মনের ছবি। কারণ অধিকাংশ খেলায় প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার চিন্তা করতে পার না যদি তুমি সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিশাপ না দাও।

কিন্তু থাম! আমাদের একজন প্রতিপক্ষ দরকার। যদি তুমি একটি খেলার জন্য উপরের কোন পদ পাও, শুধু পদ দিয়ে একটি দলকে উপরে ওঠানো যায় না বা সেখানে কিছু পাওয়া যায় না কারণ ট্রাফিক সমস্যা । এটা এমন এক ধরনের যা নীচে নামায়। অতি সাধারণভাবে– কোন প্রতিপক্ষ নেই, কোন খেলা নেই! যদি ইহা বাস্তবায়ন করতে চাই আমাদের একজন মানানসই প্রতিপক্ষ প্রয়োজন হবে। একই ধরনের যোগ্যতা, যেন আসলে আমাদের পারদর্শিতা উপভোগ করা যায়। প্রথম দিকে একটি হকি ম্যাচে ১০-০ গোলে জয়ী হওয়া ছিল তামাশার মত। প্রতি সপ্তাহে ১০-০ গোলে জয়ী হওয়া বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের প্রয়োজন একজন উপযুক্ত মানসম্মত প্রতিপক্ষ।

মানুষ প্রায় সময় চিন্তা করে ভালবাসা হালকা বিষয়; তার মানে হলো যে আমরা ভালবাসতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারি না। যদি আমি আমার প্রতিপক্ষকে ভালবাসি এটার মানে এই নয় যে আমি তাকে নম্বর পেতে দিচ্ছি?

খেলাধুলা তুলনা দ্বারা বাঁচে। আমরা আমাদের নিজস্ব পারদর্শিতার ঘড়ি দ্বারা অথবা আমাদের প্রতিপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা

করি। আমাদের এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রয়োজন যাতে আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত মেধা উন্নয়ন করতে পারি।

যদি তুমি একটি মরুভূমি দ্বীপে একাকী পরিত্যাক্ত ব্যক্তি হও– একটি দ্বীপ সেখানে ক্রীড়া শিল্প কেন্দ্রের একটি প্রদেশ রয়েছে–এটা হবে খুব হতাশাজনক। একটি টেনিশ কোর্টের লক্ষ্য কি, বল এবং খেলার ব্যাট যদি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একজনও না থাকে? খেলায় আমাদের প্রয়োজন হলো একজন প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু?

যদি আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমাদের শত্রু হিসাবে না দেখি কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী হিসাবে এবং এর চেয়েও বেশী যে প্রতিবেশীর কথা যীশু বলেছেন নিজের মত ভালবাসতে, তাহলে এটা অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আমাদের মনোভাবে প্রভাব ফেলবে। আমরা যেমন আশা করি ঠিক তেমনি আমাদের প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মানের সাথে দেখা উচিত। আমরা চাই একটি স্বচ্ছ খেলা। আমরা একটি ভাল প্রতিযোগিতা চাই। আমরা চাই আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদের সর্বোচ্চ ভাল করার জন্য তাগাদা দিবে। মানুষ প্রায় চিন্তা করে যে ভালবাসা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হলো দুইয়ের মধ্যে একটা অথবা কিন্তু এখানে যে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে।

সেই বোঝাপড়ায় হয়তবা সেভাবে আমার শরীর দ্বারা কাঠিনতম কৌশল দিয়ে আমি আমার প্রতিবেশীকে ভালবাসি যা- স্বচ্ছতার এবং নিয়মের সাথে। যা সে করতে পারে সেটা করার মাধ্যমে আমি তাকে সবচাইতে ভাল খেলোয়াড় হতে তাগাদা দিই

একইভাবে আমার প্রয়োজন প্রতিপক্ষ যে আমাকে ঘায়েল করতে চাইবে, যখন আমি বলটি পাই এবং আমি সর্বোচ্চ মেধা খাটিয়ে খেলতে যাই। সেও তাই করবে যাতে আমি আমাকে প্রদত্ত দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার তার বিরুদ্ধে করতে পারি। সেটাই হলো প্রতিযোগিতায় আমার প্রতিপক্ষকে ভালবাসা। এটাই প্রয়োজন সবচাইতে বেশী আমার প্রতিপক্ষের জন্য যেন আমার মধ্য হতে সর্বোচ্চ বেরিয়ে আসে। এই ধরনের খেলা কঠিন কিন্তু অবৈধ সুবিধা চাইতে পারি না।

ঠিক এইভাবে আমি আমার প্রতিবেশীকে খেলায় ভালবাসতে পারি। এভাবে আমি বুঝি ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমাদের ক্ষমতা দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করি এবং আমরা একে অন্যকে তা করতে সাহায্য করবো।

এটা অবশ্যই একটি খেলাতে এ ধরনের প্রভাব তৈরী করা কঠিন। কিন্তু যদি তুমি একটি লীগে খেল, তাহলে কিছু দিনের মধ্যে তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে জেনে যাবে। তারা শক্তিশালী এবং স্বচ্ছ প্রতিপক্ষ হিসাবে সম্মান করবে যে রেফারীর অগোচরে কোন অবৈধ সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে না। দিনের পর দিন যখন তুমি খেলা শেষে সামাজিকতায় সময় দিচ্ছ, তারা আবিষ্কার করবে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস তোমাকে এটা করতে অনুপ্রাণিত করে যার ফলে তুমি একজন মানসম্মত প্রতিপক্ষ হয়েছ। তোমার দক্ষতার ব্যবহার এবং যেভাবে তুমি খেল উভয়ভাবে তুমি তা করে থাক।

আমরা সবাই জানি দূর্বল মানুষ হিসাবে প্রতিনিয়ত আমরা ইহা গুলিয়ে ফেলব এবং নিজেরা হতাশ হবো কিন্তু ঈশ্বরের সাথে সব সময় নতুনভাবে শুরু করার সুযোগ রয়েছে।